কুমিরডাঙা

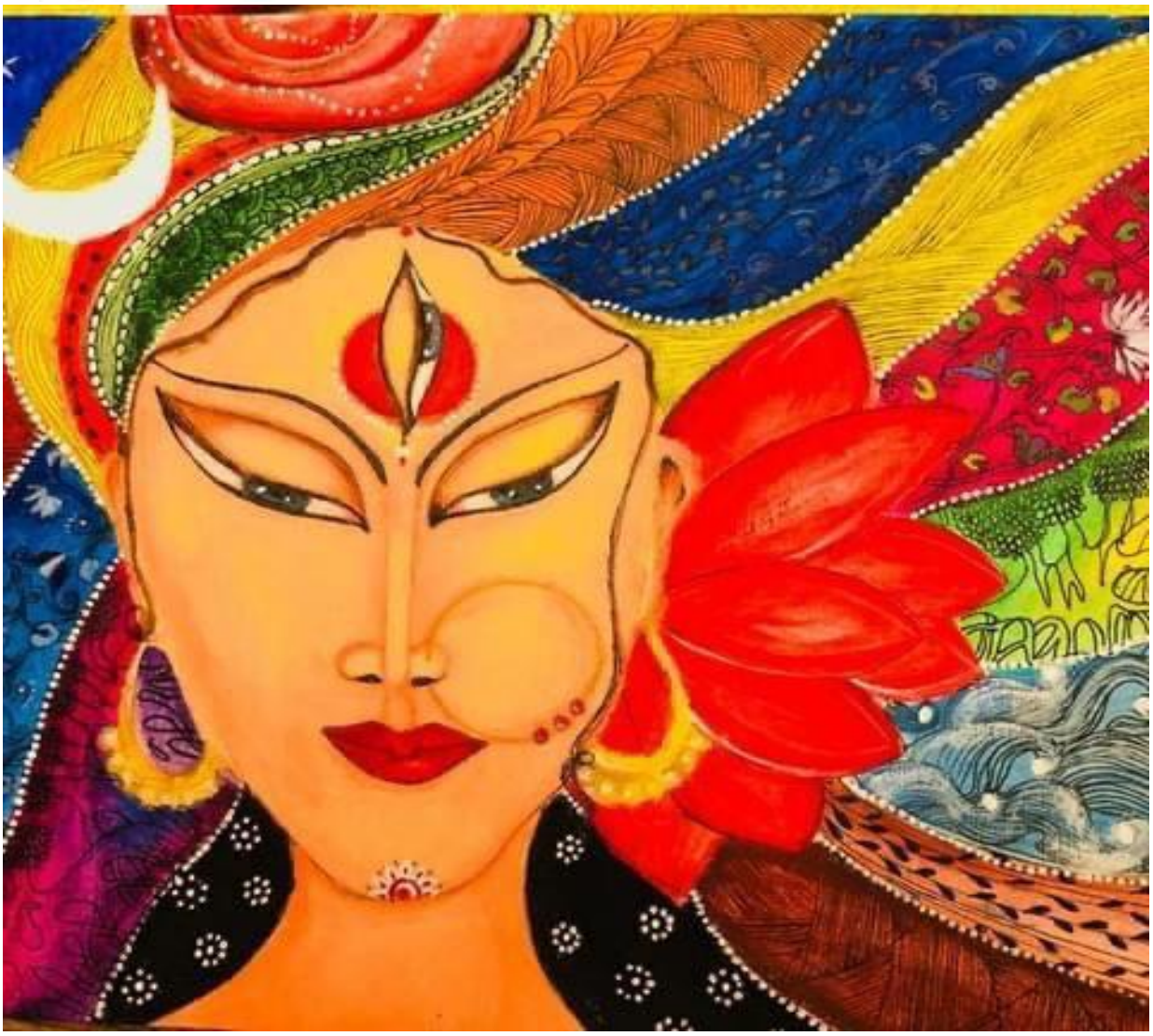

REGAL REALTY INTERNATIONAL

Open Spaces International SCHOOL OF REAL ESTATE

শারদীয় শুভেচ্ছা

From my team at

Regal Realty International &

Open Spaces International School of Real Estate.

TRISHA ROY

REALTOR, BROKER, OWNER, INSTRUCTOR & FOUNDER

EMAIL: TRISHA@REGALREALTYINTL.COM

PHONE: 352 474 5032

www.linkedin.com/roytrisha
www.trisharoy.net
www.floridawaterfrontrealtor.com

সম্পাদকীয় কলমে

"আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দ গিয়েছে দেশ ছেয়ে"...
শরতের আকাশ, নীল মেঘের সাথে শিউলির গন্ধ, সুদূর পানে ভেসে আসা ঢাকের আওয়াজ,- জানান দেয় উৎসবের মরসুম , শারদীয়া এসে গেছে। দুর্গাপূজা কবে আর ভৌগোলিক সীমানা মেনেছে? আমরাও তাই সকলে মিলে উৎসাহে উদ্দীপনায় হাজির প্রবাসে- বাঙালির চিরকালীন এই ঐতিহ্য নিয়ে।
পুজোর গন্ধে পুজোসংখ্যার ছোঁয়া তো থাকবেই। বাঙালির মননে যে সুপ্ত সৃষ্টিসত্তা, পুজোর মহড়ায় সে উঁকি মারবে না, তা অসম্ভব। ছেলেবেলার চিরসাথী সেই আনন্দমেলা-দেশ বা শুকতারা'কে পেরিয়ে প্রবাসী পুজোয় আমাদের নিবেদন "কুমিরডাঙা"। "Gainesville Bengali Association"এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় "কুমিরডাঙা" পত্রিকার এই দ্বিতীয় সংস্করণ ; কিছুটা ভাবনায় আর অনেকটা ভালোবাসায়।
উৎসবের এই দিনগুলো রঙিন হোক বিশ্বব্যপী বাঙালির। সারাবছর আনন্দে কাটুক সবার, সাথে থাকুক প্রেম-ভালোবাসা আর হাতে থাকুক "কুমিরডাঙা"- এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই সবাইকে জানাই শারদ-শুভেচ্ছা।

ইতি,
সাধারণ সম্পাদক,
অমৃতা মৈত্র
পরাগ দাশ

সহযোগিতায়,
রিমঝিম ব্যানার্জি-বাতিস্ত
অনমিত্রা পাল

প্রচ্ছদ,
নিরুপমা দত্ত
গার্গি বন্দোপাধ্যায়

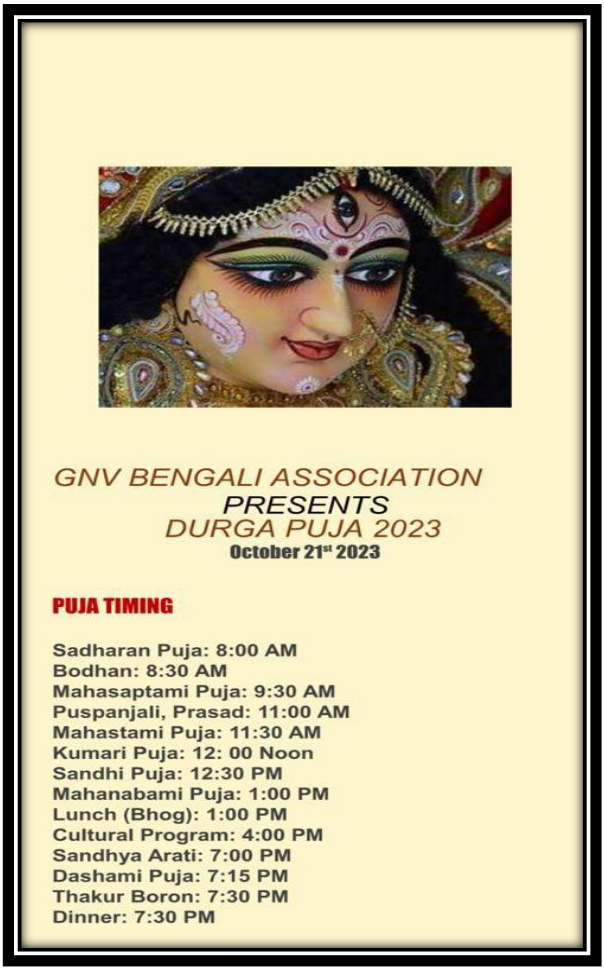

President's Message

Welcome to GNV-BNG's 2023 Durga Puja.

When summer comes to an end, kids are back in school, and the temperature drops a few degrees, we start to think about Durga Puja. I'm happy to say that we have finally reached that time of year.
Every year, Gainesville Bengali Association has been bringing Durga Pujo to our community. On this auspicious occasion, we meet and pray to Goddess Durga to bless us and to remove all the obstacles from our path. We teach the next generation our traditions. We also try to make our student community feel at home, as many of them may have moved to the US recently, leaving their friends and family behind.
This year we are excited to be back with our magazine Kumirdanga, after four years. This magazine was originally launched in 2019. Thank you to everyone in the Magazine Committee for putting this together and to all the members for sending their articles, stories, poems and artwork. Also, our sincere thanks to all the advertisers and donors. This is a great way to showcase our talent and give our next generation a platform to express their thoughts.
In 2023, we celebrated Saraswati Puja, Holi, Nabo Borsho, and Fresher's Welcome. We also gave back to the community by donating holiday gifts to Peaceful Paths. Not only are these occasions fun, but they also bring us together and make us feel at home. I am really grateful to have a community like ours where we can be ourselves and thrive. Thank you all for making this happen throughout the year.

On behalf of the Executive Committee, I want to convey my sincere appreciation and gratitude to all the volunteers, without whom none of this would have been possible.

Thank you to all our donors who always support our activities and believe in us.

Furthermore, I would like to mention that we are a transparent community, so please reach out to us if you have any questions/suggestions/feedback etc.

Wishing you and your family Sharodiya Subeccha.

Mekhala Chakraborty
President,
Gainesville Bengali Association

Board members (2023-2024):

President: Mekhala Chakraborty **Vice President:** Rajendra Mitra

Secretary: Baibhab Chatterjee **Treasurer:** Carlos Batist

Student President: Sroyon Sengupta **Student Vice President:** Shayak Biswas

Trustees: Indraneel Bhattacharya, Malay Ghosh

Executive Committee Members: Swarnali Raha, Upasana Gayen, Rimjhim Banerjee Batist

কলমে ও তুলির টানে

কবিতা

দেশ (পরাগ দাশ)

অস্থায়ী ঠিকানা (অন্তরা ব্যানার্জী)

যারা downtown গিয়েছিল (জন্টি চক্রবর্তী)

যে হারিয়ে যেতে চায় (জন্টি চক্রবর্তী)

হয়তো আমার সুখীই জীবন (মালা পাল)

বেশ তো আছি আমি (চাঁপা রহমান)

কাঁটাতার (মালা পাল)

আমার পুজো (স্বরূপ ভুঁইয়া)

মনে মনে ভাবলাম রং করব (কিরণময় পাত্র)

শেষ রাতে প্রেম এসেছিল (কিরণময় পাত্র)

প্রশ্বাস (সুস্মিতা দত্ত)

Non-Residential Bangali (Antara Banerjee)

Nine Thousand Miles (Swarnava Roy)

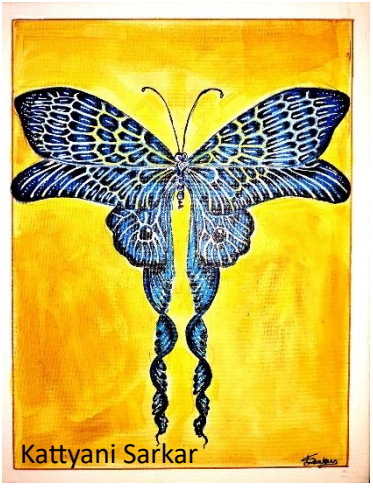

অন্যান্য

প্রবাসী মন (দিব্যশ্রী দত্ত)

বন্ধুরা এলোমেলো (পরাগ দাশ)

Peruvian Seafood Chowder (Trisha Roy)

Iron Bracelet (Ananya Singha)

Let's Go Electric (Tanuka Bhunia)

Echoes of Mallabhoom: Unveiling the Timeless Heritage of Bishnupur (Rajendra Mitra)

Rishita's Riddles (Rishita Bhunia)

Recipes for Survival (Anomitra Paul)

Gainesviller'এর কচিকাঁচাদের সাথে (রিমঝিম ব্যানার্জি-বাতিস্ত)

চিত্রাঙ্কন

কাত্যায়নী সরকার • রাজেন্দ্র মিত্র • উপাসনা গায়েন • সুকন্যা সাহা • কুন্তলা দে • অমৃতা মৈত্র • রিয়া সুদ • কায়রা সুদ • অনামিকা ভুঁইয়া • রুদ্রাভ মিত্র

দেশ

পরাগ দাশ

দেশ'কে ভুলে গিয়ে বড়ো ভুল করেছি আমি।
সে বহুবার স্বপ্নে আসে;– পাশে বসে,
খুব মনখারাপে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়
মায়ের মতোন,– রাগ ভাঙায়,
হরেকরকম খবর শোনায়, নতুন-পুরনো,–
আমি তোয়াক্কা না করার ভাণ করি!
অভিমানী ঠোঁটে ফিসফিসিয়ে বলে,
চলে যাওয়া মানে ছেড়ে যাওয়া নয়!

স্বপ্ন ভাঙে।
চোখ মেলে দেশ'কে দেখি নতুন ভোরে;
বেশ বুঝি–
সরে আসা মানে ভুলে যাওয়া নয়!

অস্থায়ী ঠিকানা

অন্তরা ব্যানার্জী

হারিয়ে ফেলেছি দিশা; হাতড়াই শুধু অলিগলি,
অনুভূতি ফিকে হয়ে মন জুড়ে জমা হয় পলি।

কবির ক্লান্তিতে ভালোবাসা যায় শীতঘুম,
ক্লান্তি এতই প্রকট সন্ধানে রাখেনা সে ওম।

চোখে পড়ে ওম নিয়ে আসে কেউ হেঁটে ধীর পায়ে,
কবি ভাবে ডাক দিলে যদি সে হাতটা বাড়ায়।

হঠাৎই ভাঙ্গে ভ্রম; বোঝে সে সবটাই মিছে,
দুঃখ চিনেছে যে; তার আর ভয় থাকে কীসে!

পথিক ওম নিয়ে পাড়ি দেয় অজানার পথে,
আরো অনেকেই আসে; আর সে রাখেনা হিসেব।

কোলাহল বেড়ে চলে পথিকের পদধ্বনি ভীড়ে,
বোঝে সে এসেছে সময়; যেতে হবে আশ্রয় ছেড়ে।

ছেড়ে যেতে মন ভাঙ্গে তবু সে মেলে দেয় ডানা,
আশ্রয় অস্থায়ী; বদলায় সবাই ঠিকানা।

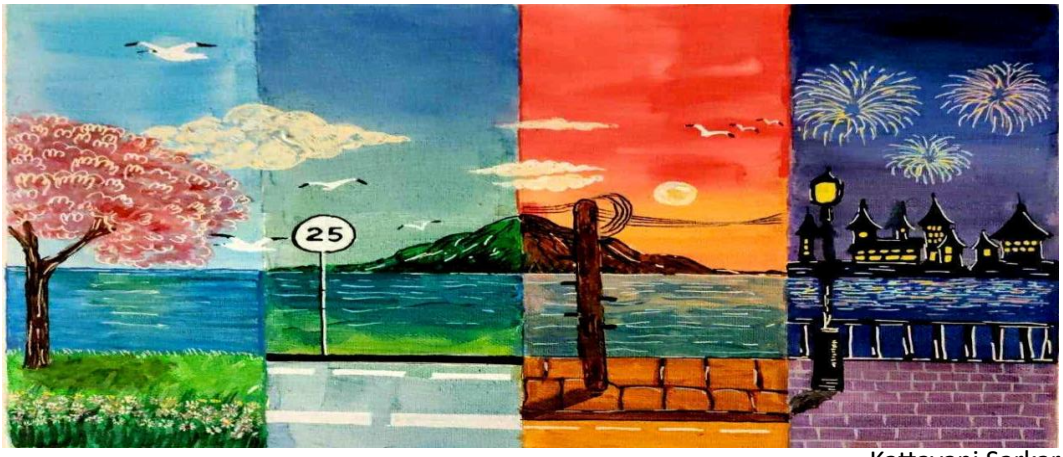

Kattayani Sarkar

যারা downtown গিয়েছিল

জন্টি চক্রবর্তী

জীবন কেমন লাগছে ফাউ
Weekend মানেই downtown যাও;
রং-বেরঙের ঝলকানি
চোখ সরাতে হার মানি;
Dinner করতে পকেট ফাঁক
যেমন চলছে চলতে থাক;
অভ্যেসেতে বাধ্য তাই
ভর্তি গেলাস ক্ষণস্থায়ী;
তারপরে যদি সঙ্গ পাই
নাচের তালে পা দোলাই;
Culture গুলো কম জানি,
আফ্রো-ল্যাটিন-আফগানী-
শিখছি রেখে open mind-
বেপরোয়াই নতুন আইন;
হাওয়ায় ভাসছে প্রেম-আলাপ
দুঃখ-সুখ আর অনুতাপ;
ফেরার পথে দীর্ঘশ্বাস
অল্পতেই কি মিটবে আঁশ-
অটুট হলে মন্দ নয়
কালও ছুটি কিসের ভয়,-
এই ভেবে আরও বিষ নামে
ঊষার আলোর সন্ধানে,
বার্তালাপ কি প্রাসঙ্গিক
উত্তর হলো পূর্ব দিক,
ঘুম ভাঙতেই হৃদয় ভার
"এমন কখ্খনো করবো না আর"।

যে হারিয়ে যেতে চায়

জন্টি চক্রবর্তী

যে হারিয়ে যেতে চায়
তাকে মিছেই রাখছো ধরে
যে হারিয়ে যেতে চায়
সে জাহাজের খোঁজে ঘোরে|

যে হারিয়ে যেতে চায়
সে ভবিষ্যতে বাঁচে
যে হারিয়ে যেতে চায়
আজ সে নেই তোমার কাছে|

যে হারিয়ে যেতে চায়
তার অনেক অনেক ক্ষত
দুঃখ তার সবচেয়ে প্রিয়
অভ্যেসেরই মতো|

যে হারিয়ে যেতে চায়
সে থোড়াই করে কেয়ার
তার চাওয়া-পাওয়ার ভিড়ে
তুমি এমন কে আর|

যে হারিয়ে যেতে চায়
তার নেই তো অভিযোগ
মন্দ-ভালো সকল কথায়
নেই যে দুঃখ-শোক|

যে হারিয়ে যেতে চায়
আসলে সবই হারিয়ে ফেলে
সে কি আর খুঁজতে আসবে বলো-
তুমি হারিয়ে গেলে?

Kattayani Sarkar

প্রবাসী মন

দিব্যশ্রী দত্ত

প্রবাসের জীবন সম্পর্কে কমবেশি দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে প্রায় সবারই আছে। মুশকিল হয় এই জীবনের সঠিক ছবিটা তুলে ধরা তাদের কাছে যারা অনেক দূরে বসে কিছু তথাকথিত বলিউডি ছবির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের প্রবাসীদের সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। এখানের জীবন যেমন গতিশীল, তেমনই অম্ল-মধুর। এখানে এই গতিময় জীবনধারায় চলতে চলতে আমরা কখনও কখনও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কিন্তু তবুও থামার অনুমোদন মেলে না। ক্লান্তি ক্ষমা করে না। চলতে হয় তবুও।

এত দূরে বসে বহু সময়ই দরকারে আমরা আমাদের নিকটজনের প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকতে পারিনি, কখনও বা পরিস্থিতির চাপে কখনও বা জীবিকার তাগিদে। আমাদের জীবনে আমরা যে যতটুকু সাফল্য পেয়েছি, যে সাফল্যের পেছনে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি, তাদের শেষ সময়ে, অন্তিম যাত্রায় অনেকেই সামিল হতেও পারিনি। এই দুঃখ চিরস্থায়ী, এই ক্ষত চিরন্তন। বুকের এই অবিরত রক্তক্ষরণ বোঝানো যায় না। কিন্তু এই কষ্ট আরও দ্বিগুণ হয়ে যায় যখন দেশে যাবার পর নিজেদেরই কিছু পরিচিত মানুষ বলে, "বিদেশে তো দিব্যি আরামে আছো!" তাদেরকে বলে বোঝানো যায় না এটা এখানের স্বাভাবিক জীনযাত্রার মধ্যে পড়ে এবং সর্বোপরি এটা আমাদের অর্জিত। পৃথিবীতে চিরদিনই সমালোচক আর নিন্দুক মানুষের অভাব নেই। এদের কথার উত্তর না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এত ব্যস্ততার মধ্যেও কান পেতে বসে থাকি দুবেলা দুটো ফোনের অপেক্ষায়। দূরভাষ এর অপর প্রান্ত থেকে চিরাচরিত কণ্ঠে মায়ের গলায় একই প্রশ্ন, যেটা শুনতে কখনও ক্লান্তি লাগে না, "ভালো করে খেয়েছিস?"- একটা কণ্ঠ সব ক্লান্তি, সব দুঃখের উপশম করে দেয়।

যখন পুজো আসে, পুজোর আবেগে বিদেশে বসে আমরা আমরা সবাই হয়তো দেশের মাটির কাশফুলের গন্ধ, ঢাকের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করি। মনে প্রাণে দেশের ঘ্রাণকে নিংড়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। একটা সময় ছিল যখন পুজো মানেই মামার বাড়ি, গরমের ছুটি বলতে মামার বাড়ি। মামার বাড়ির সামনে একটা বিরাট আমগাছ ছিল, ঝড় হলেই দৌড় দিতাম আম কুড়াতে। তারপর আস্তে আস্তে দাদু-দিদা এক এক করে চলে গেলেন তার সাথে সাথে অপসৃয়মান ছবির মত মামাবাড়িটাও মিলিয়ে গেলো। আশে পাশের কত প্রিয়জনকে চলে যেতে শুনলাম। দূর থেকে শুধু তাদের চলে যাবার সংবাদটুকু পেয়েছি। এখনও চোখের জল মুছে চলেছি।

সময়ের সাথে সাথে মানুষ শোক ভোলে না, কিন্তু শোকের তীব্রতা বোধহয় একটু কমে। আমরা এখনও কথায় কথায় মোহনবাগান- ইস্টবেঙ্গল, গড়িয়াহাটের বাজার, আমিনিয়ার বিরিয়ানি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এর "প্রেম-উদ্যান", ইলিশ-ভাপা, চিংড়ি মাছের মালাইকারি নিয়ে অনর্গল আলোচনা চালিয়ে যাই, উদ্দেশ্য একটাই ; এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা দেশের মাটিটাকে দূরে বসেও মনে হয় কাছে ছুঁয়ে দেখতে পাই। দূর্গাপুজোটাও আমাদের সেইরকমই একটা জোরালো অজুহাতের মধ্যে পড়ে। পুজোর গন্ধে, ইউটিউবে ঢাকের আওয়াজে আমরা কয়েকদিনের জন্যে একদম নিখাদ বাঙালি হয়ে যাই। তখন ভুলে যাই কাজ, অফিস সমস্ত কিছুর চিন্তা। তখন মন জুড়ে শুধু উৎসব।

গতবছর পুজোর সময় আমার মা এখানে ছিলেন। অনেক বছর পর মায়ের সাথে একসাথে পুজো কাটিয়েছিলাম সেই বছর। এই বছর মা দেশেই আছেন। তাই মনটা স্বাভাবিক ভাবেই একটু ভারাক্রান্ত। কিন্তু মা আমাকে অতদূর থেকে

উৎসাহ জুগিয়ে চলেছেন। আমার চেয়েও মায়ের বেশি মাথাব্যথা আমি কোন বেলায় কি শাড়ি পরবো। হয়তো আমাদের বাঙালি মায়েরা সবাই এইধরনেরই। তাদের চোখে আমরা কোনদিনই বড় হয়ে উঠিনি, হয়তো বা বড় হতেও চাই না। পুজো মানে অষ্টমীর অঞ্জলি, ভোগ, বিজয়া দশমী, সিঁদুর খেলা, নারকেল নাড়ু, বিজয়া সম্মিলনী - আরও কত কী! এখানে আমরা চেষ্টা করি পুজোতে যতটা সম্ভব এই নষ্টালজিয়াকে নিংড়ে নিতে। সৌভাগ্যক্রমে এখানে আমরা এমন কয়েকজন বয়ঃজ্যেষ্ঠদের স্নেহধন্য হয়েছি, পুজোর পরে বিজয়াতে যাদের পা ছুঁয়ে যখন প্রণাম করি, তখন কোথায় যেন একটা মানসিক শান্তি পাই। পুজোতে একসময় কোকাকোলার একটা বিজ্ঞাপন বের হয়েছিল, যার জিঙ্গলটা এখনও আমার মনে আছে, "সপ্তমীতে প্রথম দেখা, অষ্টমীতে হাসি, নবমীতে বলতে চাওয়া তোমায় ভালবাসি!" সত্যি, সবকিছুর শেষে বার্তাটা যেন হয় ভালোবাসার। দেশের অনেক বন্ধু আছে যাদের সঙ্গে বহুদিন দেখা হওয়ার সুযোগ হয়নি, কিন্তু যোগাযোগ, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা আজও অটুট।

এখানেও আমরা একই অনুভুতি প্রত্যাশা করি। যাদের সঙ্গে আমাদের প্রথাগত, চিরাচরিত রক্তের সম্পর্ক নেই, আত্মীয়তা নেই, অজান্তে তারাই কখন আমাদের পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছে। কখন যে পরিবারের একজন হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। দেশ থেকে, পরিবার থেকে দূরে থেকেও আমরা যে সবাই মিলে ভালোবাসায় গড়া পরিবারের মত হয়ে উঠেছি। এই অমূল্য অভিজ্ঞতা জীবন সাপেক্ষে দুর্দান্ত মূল্য রাখে। আমরা একে অপরের মূল্য ও মর্ম বুঝতে পারি, অপরের ভালোবাসার সমর্থন করতে পারি এবং এই সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা জীবন সাপেক্ষে একে অপরের পরিপূর্ণ সমর্থন এবং সম্মান প্রদান করতে পারি। এই ধরনের মানবিক সম্পর্ক সংস্কৃতি এবং সামাজিক সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা আমাদের সমাজে শান্তি, সমর্পণ এবং পরিবারিক ঐক্য সৃষ্টি করে। পুজোর শেষে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

Kattayani Sarkar

Milestones Pediatrics
With you at every step!
Dr. Priyanka Vyas
WE ACCEPT MOST INSURANCES!
(352) 559-8911
MILESTONESPEDSCLINIC.COM
3780 NW 83rd Street, Gainesville, Florida 32606
(Located in the Springhill Professional Center)
Find us on social media!
Milestones Pediatrics
Milestonespedsclinic

Clear Sound Audiology
wishes the Bengali Community of Gainesville a Happy Durga Puga and a safe Navratri.
Call today to schedule your free hearing consultation!
(352) 505-6766
Show this ad to receive $200 off the price of new hearing aids!
2240 NW 40th Terr. Ste. C. Gainesville, FL. 32605
www.ClearSoundAudiology.com
CLEAR SOUND
AUDIOLOGY

বন্ধুরা এলোমেলো

পরাগ দাশ

।। ১ ।।

"এই মেঘলা দিনে একলা, ঘরে থাকে না তো মন"...

সারা রাত ঘুম নেই চোখে। না, মশার কামড়ে নয়, পাহাড়ের ডাকে। এক ছাপোষা মধ্যবিত্ত বাঙালি 'দী-পু-দা' পার করে প্রথমবার অন্য কোথাও যাচ্ছে বলে কথা! ভোর সাড়ে পাঁচ'টার মধ্যেই স্নান সেরে পুরো রেডি। ব্যাগ দু'দিন আগে থেকেই গুছিয়ে রাখা আছে। হোয়াটসঅ্যাপ খুলে বন্ধু'দের কিছুক্ষণ তাড়া দেওয়ার পরে ছ'টা নাগাদ রুম লক করে বেড়িয়ে পড়লাম। গাড়ি আসতে যদিও আধ ঘণ্টা দেরি; সুবনসিরি'র কাছে গাড়ি আসবে। বারাক থেকে সুবনসিরি বেশ খানিক'টা হাঁটা পথ। সুইমিং পুল-জিমখানা-ফুটবল গ্রাউন্ড-ঝিল পেরিয়ে হঠাৎ খেয়াল পড়ল, ব্রেকফাস্টের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছি। রবিবার, সকালে ক্যান্টিনও খুলবেনা। অগত্যা ব্যাগ থেকে বিস্কুটের প্যাকেট বের করেই কাজ চালাতে হল। ফোন করে জানতে পারলাম সুবনসিরির বন্ধু'দের ময়দা মাখা তখন সবে মাঝপথে। সাইকেল স্ট্যান্ডে ব্যাগ'খানা রেখে লন টেনিস কোর্টের পাশ দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছি, এক জুনিয়র ভাই সঙ্গ দিচ্ছে। শহরের কোলাহল থেকে অনেকটা দূরে একরাশ স্তব্ধতা-নির্জনতা এই পাহাড় ঘেরা ক্যাম্পাসের অবয়ব'কে এক ভিন্ন রূপ দিয়েছে।

পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে মহিলা ব্রিগেড হাজির হল। এবার ড্রাইভার'কে ফোন করতেই মেজাজ গেল বিগড়ে। গাড়ি ভেতরে আসতে পারবেনা; খোকা গেট ওরফে ফ্যাকাল্টি গেটে যেতে হবে আমাদের। ভারী ব্যাগ থাকলেও এই ফুরফুরে সকালবেলা গল্পগুজব করে হেঁটে যেতে কারুরই বিন্দুমাত্র অসুবিধা ছিল না, ছিল সংকোচ। দাদা-দিদি'দের কাছে খবর নিয়েছিলাম, ওপরমহলের অনুমতি ছাড়া ক্যাম্পাসের বাইরে রাত্রিযাপনে কড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আর আমরা তো কোনো অনুমতির'ই বালাই করিনি, গাড়ি করে চটজলদি কেটে পড়ব ভেবেছিলাম। যাইহোক, সেইসব ভাবাই সার। এক্সিট গেটের রেজিস্টারে কি লেখা হবে তা নিয়ে আলোচনা করতে করতে প্রায় গেটে এসে পড়লাম। শেষমেশ ঠিক হল, 'শহর'টার আশেপাশে একটু ঘুরে দেখা' এই হল আমাদের যাত্রার হেতু। গুগল খুলে একটা লিস্ট মতোও বানিয়ে ফেললাম- এক একজন এক একটা নাম বলব, পাছে কিছু মিস হয়ে যায়। গেটে পৌঁছলে সিকিউরিটি যদিও সেরকম হম্বিতম্বি করেনি, নাইট ডিউটি ছিল বোধহয়। তবু আমরা ঠিক করলাম ফেরার সময় কে ভি গেট দিয়েই ঢুকব। গেট থেকে বেরনো মাত্রই সবার মধ্যে যেন 'যা হবে দেখা যাবে, আমাদের ঘোরা হলেই হল' এমন একখানা ভাব।

ড্রাইভার'কে আবার ফোন করা হল। নানান অজুহাত দেখিয়ে জানালো একটু দেরি হবে। ঘড়ির কাঁটা ততক্ষণে সাত ছুঁই ছুঁই। এবার খিদে'টাও বেশ জোর পেয়েছে। সামনেই কচুরী-তরকারি'র লোভ সামলাতে না পেরে সবাই মিলে তাই খাওয়া হল, সাথে চা। গাড়ি এলো প্রায় সাড়ে সাত'টা নাগাদ। সেভেন সীটার- ঝাঁ চকচকে হোয়াইট ইনোভা। কিছু ব্যাগপত্তর পেছনে রেখে গাড়ি ছুটতে শুরু করল। মফস্বল পেরিয়ে শহরের ব্যস্ততা- তারপর সবকিছু ছাপিয়ে কেবল অবিরত গাড়ির আনাগোনা। যেন পাহাড়ের কোলে ফর্মুলা ওয়ান রেস চলছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে কিছু বাড়িঘর ছাড়া আর কোনো জনবসতি তেমন চোখে পড়েনা। মাঝেমধ্যে ঘুমের উদ্রেক হলেও চারিপাশের সৌন্দর্যে দুচোখের পাতা

এক করা দায়। একবার খেয়াল করলাম রাস্তার ডিভাইডার শুধু রাস্তা'টিকেই নয়, দুটো রাজ্য'কেও আলাদা করে রেখেছে; অসম আর মেঘালয়।

শিলং ঢুকতে বেশ কিছুক্ষণ দেরি। লাঞ্চ সারতে ক'টা বাজবে তার ইয়ত্তা নেই। তাই দশ'টা নাগাদ এক রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়ানো হল। রিসর্ট গোছের, বেশ সুন্দর জায়গা'খানা। একটা টেবিল জুড়ে গোল করে বসা হল। মেনুকার্ড হাতে নিতেই উরিব্বাবা! প্লেন রুটির দামই পঞ্চাশ টাকা, বাকি আর নাই বা বললাম। প্রায় ভর্তি রেস্টুরেন্ট থেকে সাথে সাথে বেরিয়ে যেতে বিশ্বাস করুন এতটুকু লজ্জাবোধ হয়নি কারুর। পাশেই এক গুমটি দোকান ছিল। সেখানেই যে যার মতো নুডলস-মোমো ইত্যাদি খেলাম। ইতিমধ্যে রেস্টুরেন্টের বাদশাহী ওয়াশরুমে প্রয়োজনমত প্রাতঃকৃত্য সেরে ফেলা হয়েছে। গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। চারপাশের মেঘমালামণ্ডিত আকাশ আর কুয়াশাঘেরা পর্বতসজ্জা অসমের বিহু ছাড়িয়ে তখন অনুপমে মজেছে। মনে হল, এমন সুদৃশ্য দেখেই গান'টা মাথায় এসেছিল, 'এই মেঘলা দিনে একলা, ঘরে থাকে না তো মন'...

এরপর গাড়ি থামল উমিয়াম লেকে।

।। ২ ।।

"আরও একবার চলো ফিরে যাই, পাহাড়ের ওই বুকেতে দাঁড়াই"...

হালকা বৃষ্টি পড়ে চলেছে একনাগাড়ে। উমিয়াম লেকের বিস্তৃত প্রাকৃতিক শোভা তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো- আমাদের সাত জনের গ্রুপ বিচ্ছিন্ন ভাবে তা পরিদর্শনে ব্যস্ত। সাথে সকলেরই ছাতা রয়েছে- তবে ওসবের বালাই নেই। দূরে দুই-একটা পর্যটক'দের বোট দেখা যাচ্ছে। জল'টা খুব স্বচ্ছ না হলেও পাহাড়ের কোলে এমন জলসৌন্দর্য অবর্ণনীয়। গুটিকতক ছবি তুলে এবার এলাম এলিফ্যান্ট ফলস। সত্যি নাম'খানা সার্থক বটে; নির্দিষ্ট স্পটের বেশ কিছু দূর থেকেই ভীষণ গর্জন শোনা যাচ্ছে। কাছে আসতেই জুতো-মোজা খুলে জলে নামা হলো- সে কী সাংঘাতিক ঠাণ্ডা জল! এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকা পাথরের ওপর বসে প্রকৃতি'র এই অদ্ভুত সৃষ্টি'কে মুগ্ধ হয়ে গিলছিলাম। কিন্তু তা

করলে তো আর চলবে না বেশিক্ষণ,- পেটে কিছু দিতে হবে এবার। ড্রাইভার কাকু আমাদের ক্ষুধা নিবারণের যথার্থ ভার নিলেন।

চেরাপুঞ্জি ঢোকার মুখে রাস্তার ওপরেই এক রেস্টুরেন্ট। খুব বড় না হলেও বেশ জমকালো করে সাজানো, চেয়ার-টেবিল ও পারিপার্শিক সজ্জার মধ্যে সাবেকিয়ানা'র ছাপ সুস্পষ্ট। পাহাড়ের দেশে এসে পর্ক তো একবার পরখ করতেই হয়। মেনুকার্ড হাতে নিতেই চক্ষু চড়কগাছ। ওরেব্বাবা! কী সব হিজিবিজি নাম আর তেমনই তার আকাশছোঁয়া দাম। অগত্যা সেই চিরাচরিত বিরিয়ানি'তেই ফিরে এলাম। কেউ চিকেন- কেউ বা মটন, এক বন্ধু কেবল পর্ক চাউমিন নিলো। তবে যাইহোক, ওরকম সুস্বাদু বিরিয়ানি খেয়ে পর্ক না পাওয়ার সুদীর্ঘ বাসনা এক্কেবারে কোণায় মুখ গুঁজে বসে পড়েছে। বিল মিটিয়ে আবার গাড়ি'তে। আশেপাশের কিছু সাইডসিন সেরে এবার সোজা হোটেল। বিকেল সাড়ে পাঁচ'টাতেই অন্ধকারে ঢেকে এসেছে চারিদিক। সেভেন সিস্টার্স ফলস ইন- পাশেই ফেমাস সেভেন সিস্টার্স ফলস অবস্থানের দরুন বোধহয় এহেন নাম। লোকেশন দেখেই আগে থেকে রুম বুকিং করা হয়েছিল। যাবতীয় ব্যাবস্থা ড্রাইভার কাকু'ই করে রেখেছিলেন। এন্ট্রি বুকে নাম লেখাতে গিয়ে রুম রেন্ট নিয়ে গোলমাল বাঁধল। গোলমাল বলা ভুল হবে- ওই ভদ্দর ভাষায় যাকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বলে। তবে তা নেহাত'ই খানিকের জন্য। বান্ধবী'দের জারিজুরি এবং সবিনয় অনুরোধে ম্যানেজারের হাবভাব অনেক'টা যেন বব বিশ্বাসের মতোন- "মেয়েছেলে'দের রিকোয়েস্ট আমি আবার ফেলতে পারি না"- সহজেই মেনে গেল। তিন'টে অ্যাটাচড রুম, সাথে একটা ওয়াশরুম- বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ড্রাইভার কাকু'দের জন্য আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থা। ফ্রেশ হয়ে ঠিক করলাম, গাড়ি নিয়েই মার্কেটের দিকে যাব একটু,- যদি দুপরের না পাওয়া পর্কের স্বাদ রাতে মেটানো যায় আর কী! কেয়ারটেকার'কে বলতে জানান দিলে, এই অন্ধকারে আর না বেরনোই ভালো। অনেকটা দূরে মার্কেট, যা কিছু লাগবে সে নিজেই এনে দেবে। শাপে বর হল একাধারে। আমাদের গল্পগুজব-খুনসুটি'র মধ্যে চলেও এল খাবার। হক্কা নুডলস, সাথে চিলি পর্ক। সারাদিন অনেকটা ঘোরাঘুরি'র পর এত'টাই ক্লান্ত ছিলাম যে খেয়েই শুয়ে পরা হল। বৃষ্টি শুরু হল আবার। মে-জুন মাসের গরমেও এত মনোরম আবহাওয়া আমার কল্পনা'র বাইরে ছিল। পরের দিন আট'টার মধ্যে বেরনো হবে।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো ঘড়ি'তে অলরেডি সাড়ে আট। বৃষ্টি'র তখনও বিরাম নাই, তবে আমাদের সাজগোজের বহর'কে দমাতে পারেনি। হোটেলেই ব্রেকফাস্ট সেরে দশ'টা নাগাদ বেরনো হল। পাহাড়ি রাস্তায় গা ঝিমঝিম-বমির ভাব কমবেশি সবার মধ্যেই প্রকট ছিল। তাই প্রায় পুরো রাস্তা জুড়ে আমাদের সিটিং অ্যারেঞ্জমেণ্ট একই ছিল। বেশি'দের দল ভারি, তাই ফ্রণ্ট আর মিডিলে ওরা- আর পেছনে আমরা তিন জন। কমের দলে নাম লেখালেও মাঝে মধ্যেই পাশের দুজনের ঘাড়ে গা এলিয়ে দিচ্ছিলাম। আরওয়া কেভ- মউসমাই কেভ দর্শন সেরে গাড়ি আবার ছুটতে শুরু করলো। বৃষ্টি একনাগাড়ে পড়েই চলেছে। লিভিং রুট ব্রিজে ঢোকার মুখে খেয়ে নেওয়া হল, এরপর আবার কোথায় খাবার পাওয়া যাবে তার ইয়ত্তা নেই। আমরা যখন ডাল-ভাত আর গরম ওমলেট সাবাড় করতে ব্যস্ত- ইতিমধ্যে এক বান্ধবী আর এক ছোট্ট বন্ধু পাতিয়ে গল্পে মশগুল। লিভিং রুট ব্রিজ দেখে সরাসরি এলাম মাওলিনঙ্গ ওরফে "God's Own Garden"- এশিয়া'র cleanest village। ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি'গুলো বিন্যস্ত ভাবে সাজানো- বাইরে থেকে দেখলে গ্রামখানা জনশূন্য বলে মনে হবে। দু-একটা বাড়ির বারান্দায় যাতা-ঢেঁকি-হামানদিস্তা রয়েছে, কিছু বাড়ির উঠোনের

একপাশে পাতকুয়া-টিউবওয়েল;- রাস্তার মাঝে বাচ্চা ছেলেপিলেরা দল বেঁধে ফুটবল খেলছে। এমন উৎকৃষ্ট নৈসর্গিক প্রশান্তি লাভ জীবদ্দশায় আর হবে কিনা জানিনা।

এরপর ট্রি-হাউসে খানিক ঘোরাঘুরি করে ক্যাম্পাসে ফেরার পালা। বিকেল সাড়ে চার'টের কিছু বেশি তখন। ড্রাইভার কাকু জানালো, হস্টেল ঢুকতে পাঁচ ঘণ্টার বেশি বই কম লাগবে না। অঝোর ধারায় বৃষ্টি অব্যাহত। সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে গাড়ি এমনভাবে দৌড়চ্ছে- সত্যি বলতে ভয়ই হচ্ছিলো। মেঘ-কুয়াশা আর বৃষ্টি'তে রাস্তা প্রায় অদৃশ্যমান। তার মধ্যেই কিছু ছেলেমেয়ে হাতে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিক্রির জন্য। "Struggle for existence" বোধহয় একেই বলে। আর আমরা প্রকৃত জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই হার মেনে বসে আছি। ব্যাকসিটে বসে দুই পাশের বন্ধু'দের দিকে তাকালাম- ম্লান মুখেও একটা স্বস্তির হাসি। আসলে 'Two days-one night stay'র ট্যুর'ও যে মন'কে এতখানি ছুঁয়ে যেতে পারে সত্যি অভাবনীয়। আমাদের সেই সাত'জনের আবার একসাথে আর কোনোদিন যাওয়া হবে না জানি। সবাই নিজেদের কাজ-নিজেদের মানুষ'গুলোকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তবু সৌভাগ্যক্রমে যদি কখনও সুযোগ আসে, একটা কথাই বলতে চাই, "আরও একবার চলো ফিরে যাই, পাহাড়ের ওই বুকেতে দাঁড়াই"।

পুনশ্চঃ বিরিয়ানি খাওয়ার পর রেস্টুরেন্ট থেকে টিস্যু পেপার ভরে মুঠো মুঠো মৌরি নিয়ে আসার কীর্তি ভোলার নয়।

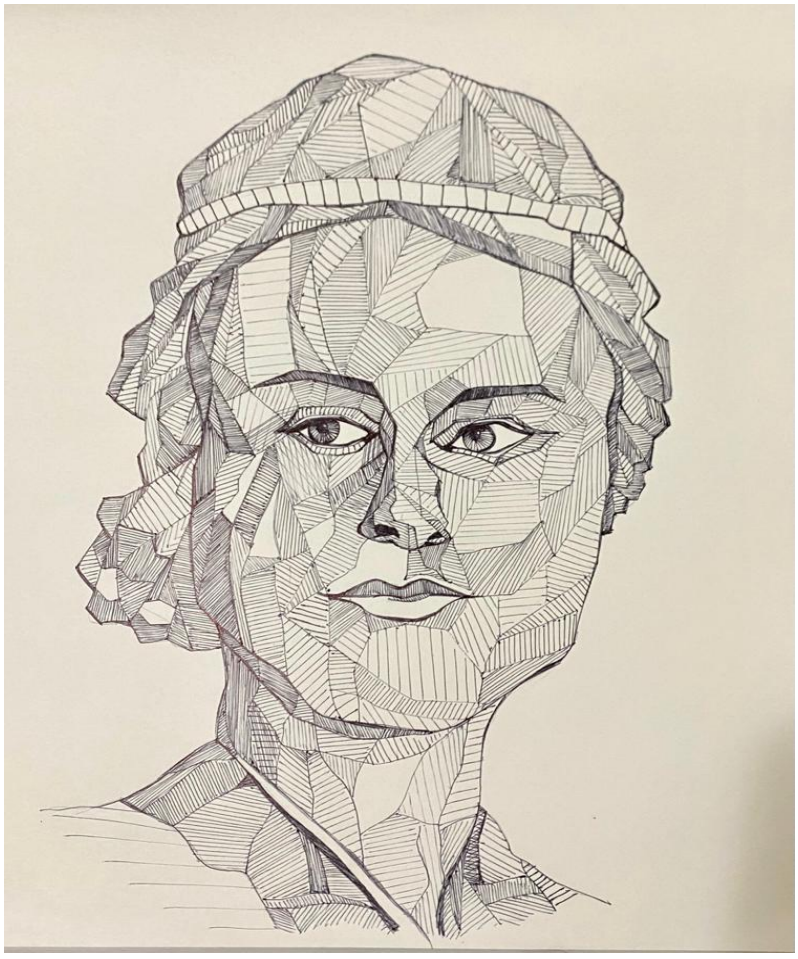

Upasana Gayen

PERUVIAN SEAFOOD CHOWDOR

Perfect as a starter or tapas!

by Trisha Roy

SERVINGS: 6 PREPPING TIME: 30 MIN COOKING TIME: 30 MIN

INGREDIENTS

Fresh corn on cob - 4
Jumbo shrimp - 24
Littleneck clams - 24
Russet potato - 1 large
Yellow onion - 1 large
Celery - chopped 1 cup
Garlic - 1 clove
Thyme and Oregano
Peruvian Rocoto pepper paste
Half and half
Butter
Salt, and white pepper

DIRECTIONS

1. Dice russet potato into small dice, dice onions, chop garlic fine.
2. Peel and de-vein shrimp, and reserve shrimp shell. Boil shells in a pot with water till flavorful shrimp stock is ready. (10 min) refrigerate shrimp with a little salt coated.
3. Remove corn kernels from cob.
4. Melt butter in soup pot. Add potatoes, salt, and onions after a couple of minutes. Add garlic, celery and herbs. Saute for 10-15 minutes.
5. Add corn, and continue to cook, add rocoto pepper paste.
6. Add half and half and cook till everything is 80% cooked.
7. Add shrimp clams and cook till shrimp is cooked. Do not overcook shrimp. Serve hot with rice or just by itself

Peruvian pepper pastes are available in latin supermarkets. Please make sure corn is young and fresh. Please make sure all clams are closed and washed before you add, and all clams open up when cooked. Discard any clam that remains closed after cooking.

ENGEL&VÖLKERS®

Your Local Real Estate Advisor

Whether you're looking to buy or sell, or have questions about the real estate market, don't hesitate to reach out to me. I would be honored to get to know you and help you achieve your real estate goals.

Neha Sharma, Realtor

307.271.2155 | neha.sharma@evrealestate.com

Luxury Service At Every Price Point.

gainesville.evrealestate.com

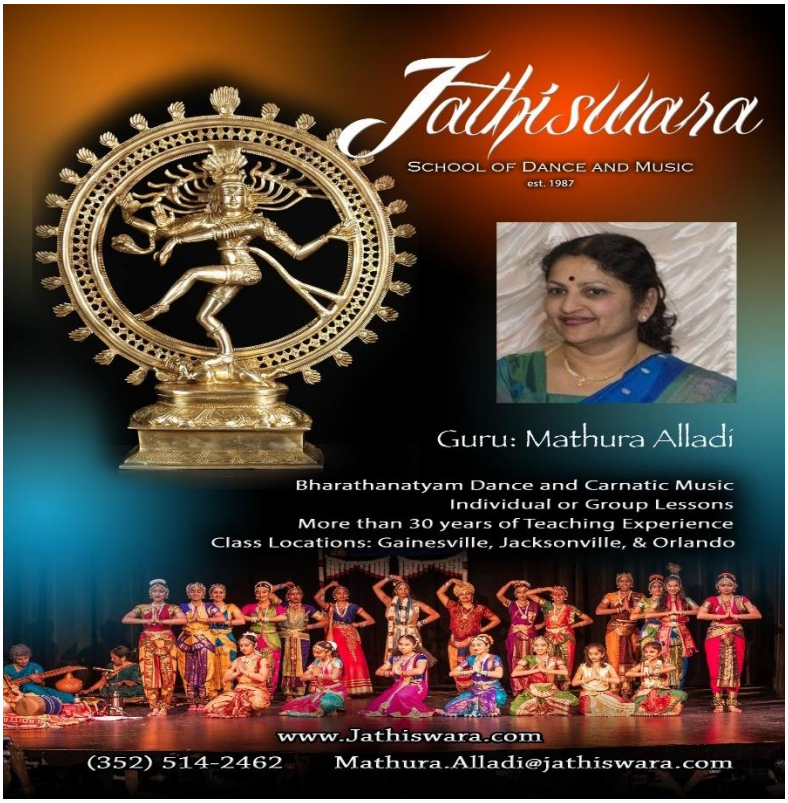

হয়তো আমার সুখীই জীবন

মালা পাল

আজ কাল নিজেকে বোধ হয় সুখীই মনে হয়,
এখন আর হয় না চলা,
গন্তব্যহীন পথের ধারে,
হয়না দেখা সন্ধেবেলার
দিগন্ত রেখার মধ্যপানে
অতশত গল্প বলার লোকের বড় অভাব,
মন মাঝারে ভুলবশত হাহাকারের স্বভাব
মন্দ কিনা জানতে চাইনে,
সুখী জীবন হয়তো এমন, যাচ্ছে যাক যেমন পানে

বিষয় বাসনায় মগ্ন ভীষণ,
তৃষ্ণা মেটায় সাধ্যি কার,
তুচ্ছ সকল, আসল নকল
কথায় কথার রঙ্গবাহার,
পরিমাপের মাপকাঠিটার, উচ্চ পরিমাপ,
অদল বদল হিসেব বড় শূন্যে কুপোকাত,
আমিও এখন এদেরই দলে,
হয়তো আমার সুখীই জীবন, যাচ্ছে চলে এদের সাথে

একদা ভীষণ আগলে রাখতুম,
আহ্লাদী এই হৃদয়টাকে,
বৃষ্টিপ্রিয় মানুষ আমি,
বদলে গেলাম কেমন করে?
শাড়ির আঁচল এখন আমার,
শ্রাবণ মেঘে আড়াল থাকে,
বায়নাবিলাসী মানুষটার আজ
একটা কিছু হলেই চলে,
আপোষ যত কঠোর হয়, হয়তো সুখ সেথায় মেলে

ক্লান্ত এ মন চাইনে যে সুখ,
দিগন্তে রেখায় চায় হারাতে,
মেকি সকল পথে ফেলে,
মশাল চোখে মধ্যরাতে,
আলিঙ্গন করব আমায়
বৃষ্টিভেজা স্নিগ্ধ ঝড়ে,
নিজেরে খুঁজতে আবার,
দুঃখরে চাই বারে বারে।।

Riya Sood

Kyra Sood

বেশ তো আছি আমি

দিল এ রহমান (চাঁপা রহমান)

এই তো আমি বেশ আছি
কারণ আমি মানুষ হয়ে জন্মেছি ।
চলছি ফিরছি খাচ্ছি দাচ্ছি
রাত হলে ঘুমিয়ে পড়ছি ।
কাজ কিছু কিছু করতে পারি
প্রয়োজনে দিতে পারি সাগর পাড়ি ।
করতে পারি কিছু লেখালিখি
ঘুমালে আমি স্বপ্নও দেখি ।

সমস্যা আমার আছে কিছু,
কিন্তু সমস্যার কাছে মাথা আমি করিনা নীচু ।
কারণ জানি স্রষ্টা আমার আছেন সাথে
তাই ভেঙে পড়িনা আমি ঘাত-প্রতিঘাতে ।
মহান সৃষ্টিকর্তা আমার রক্ষাকর্তা -
জন্মের পর বাবা মা দিয়েছেন সে বার্তা ।
মহান প্রভুর উপর ভরসা করে -
দিন কাটছে আমার হাসি আনন্দ ভরে ।

কাঁটাতার

মালা পাল

নিদারুণ হায় জটিল ধাঁধায়, তীব্র আচঁড়ে- রক্তাক্ত,
অতি কাছাকাছি একই গর্ভে, একই প্রাণ যে বিভক্ত।।

তারি ছায় ছায় লুকায়িত রাখি পূর্বপুরুষের টান,
একই ধরণী, একই যে মানুষ, ভেদিয়া ঈর্ষাবাণ।।
কত কে হারাইলো জন্মগর্ভ, কত কে মরিলো পিছে,
ক্ষোভ, লালসা, দিন-মান-সুখ, গিলেছে গোগ্রাসে।।

কত না প্রেমিক টানিয়াছে ইতি, ওই কাঁটাতার জালে,
অগণিত হাহাকার জমিয়া আছে - নিদয় মহাকালে,
কত না পিতা হারাইয়াছে তাঁর, কন্যাদানের স্মৃতি,
দুয়ার খুলে এপার বাংলা শুধায়, ওপারের ক্রন্দন গীতি-

দুপাড়ের ভীরু ক্রান্তিরেখায়, আজও পাখি সুর তোলে।
কেবল মানব-রথিত কুরুক্ষেত্র, দাউ দাউ করিয়া
জ্বলে।।

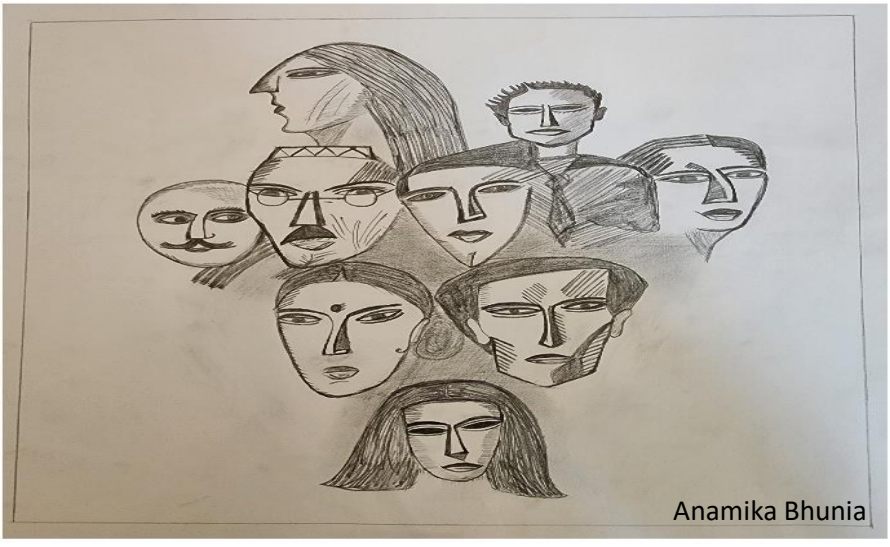
Anamika Bhunia

JLG
INSURANCE SERVICES
DEDICATION · PASSION · PROGRESS

United Healthcare Humana. Florida Blue Florida Blue aetna Cigna. WellCare Health Plans

Iron bracelet
Ananya Singha

I am not sure what marriage entails in reality. But the way I heard about the after-marriage stories of my mom and aunts, for me marriage is a concept where the bride has to get used to the formalities and lifestyles of the groom's family.

When my brother, Atul, was getting married I enjoyed the ceremony thoroughly but in my mind, I felt that a drastic change was waiting for my sister-in-law, Ayushi.

After those tedious step by step processes, when it was time for my family to welcome Ayushi into our family, I stood there sullenly.

In our family (or maybe it's a Bengali tradition), a special type of bracelet is given to the new bride to indicate that she is now bound to follow every rule and regulation of this family. It seems to me that the iron bracelet implicitly says that you are now an inmate in this family. Ayushi had been following the rules for two days now, so she got used to giving the fake smile and without any second thought she accepted the bracelet. I looked around and felt suffocated as nobody even had a questioning face after this stupid ritual. I left the place silently as I was warned beforehand not to create a scene unless it is a do or die situation.

Around one hour later my mom came with Ayushi and with loads of gifts. I realized my room is going to be used as a storeroom for some time, starting from now! Ayushi gave a tiring smile to me, and I reciprocated.

"Ayushi, can I ask you to do something?"

That was it for me. I was all ready to fight with my mom for Ayushi. Someone must. "Sure, anything ma" Ayushi said with questioning eyes.

"Please pull out the iron bracelet and give it to me now. It is enough that our generation bore this stupidity. It ends here."

"But ma…it's for Atul, they said…"

"I am his mother, and I say it has nothing to do with my son. You can live your life as you want, as my son will do anyway."

I could feel my vision was getting obscure with tears. I have never been this proud of my mom.

"And you" she turned to me and continued "go and show your face to your brother. After you left, he was constantly asking now what he had done. Cause no matter what, it's always his fault, isn't it?"

"It is indeed ma" I was about to leave the room with the biggest smile I could have on my face when Ma stopped me.

"It is wise to start small. You cannot change the mindset of a society in one day."

"But you can change my room into a storage in one hour. Is that fair?" I asked jokingly. My mom replied "Well, then make sure you organize everything properly, as it is your room." I looked at my sister-in-law and shouted "Boudi, fair warning! She doesn't require that you wear an iron bracelet. Simply with words, she can make you feel subordinate." After numerous days with an excessive amount of activity, the three of us smiled and finally had a family moment.

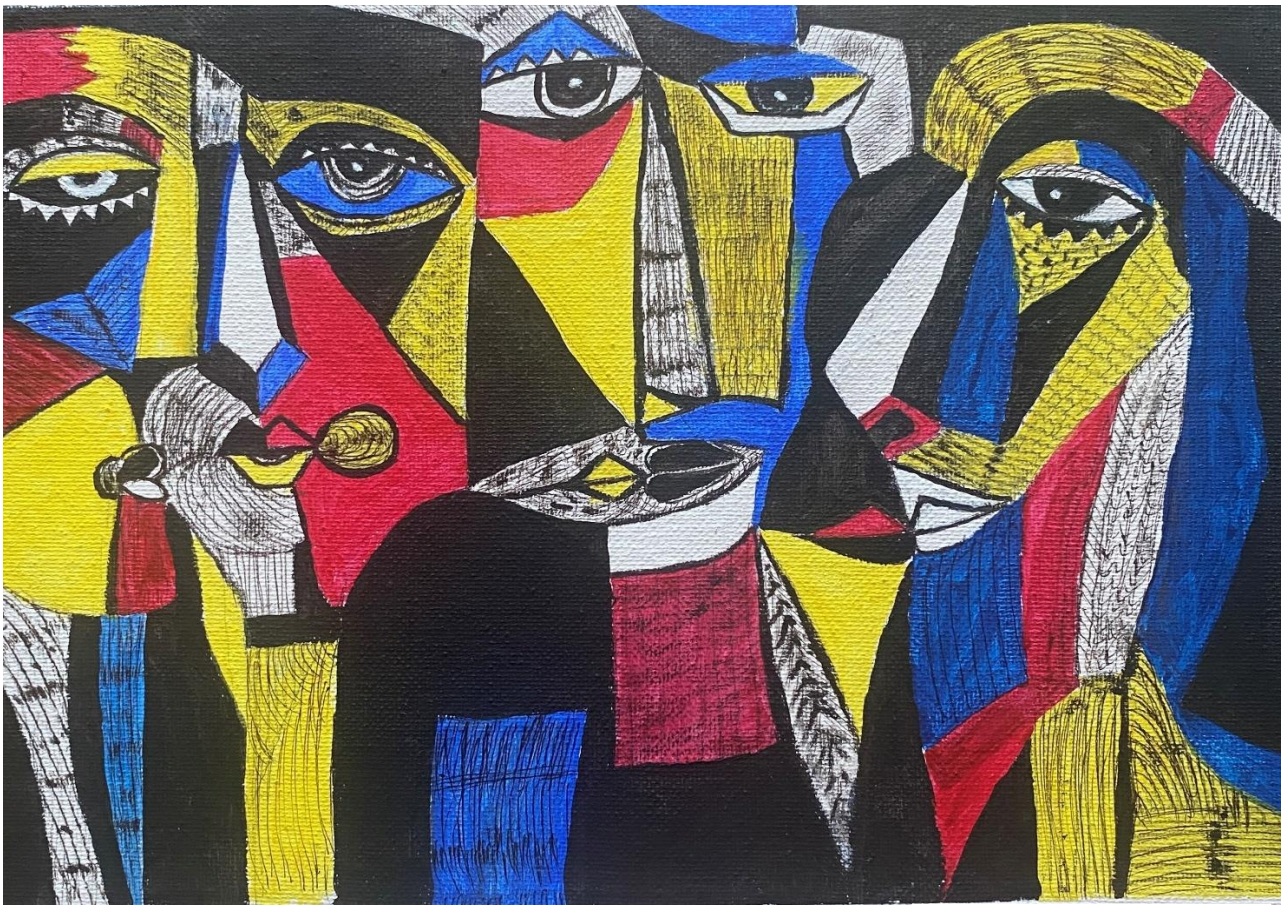

Rajendra Mitra

Sukanya Saha

Kattayani Sarkar

Let's Go (Electric)

Tanuka Bhunia

The invention of electric cars is making a drastic change in our future. While many people believe they are waste of money, it's truly the opposite. In the long run, they're giving us much more benefits than you may have thought. In the following essay, I'm going to discuss how electric cars are transforming many aspects of our life, the impact they'll have on future generations, why you should get one, and how they are changing the way we travel.

Without further ado, let's go electric!

It is true that an electric car often costs a lot more than a gasoline powered car, but you are also saving hundreds of dollars on gas. One of the most popular reasons that people are buying these cars is because they don't require you to buy gas. The monthly cost of gas can be up to $100-200 – so, think about how much money you will be saving in the long run. And with inflation upon us, the gas prices have reached the whopping amount of five to six dollars. Everyone with gasoline powered cars dreads to see the numbers go up when they're refilling their tanks. According to an article titled "Discover How Much Money You Can Save With An Electric Vehicle", we learn that "A recent Consumer Reports' study found that the average electric vehicle owner will spend 60 percent less to power the car, truck or SUV and half as much on repairs and maintenance — no oil changes needed! — when compared with the average owner of a gas-powered vehicle". 60 percent less means a lot of money that you will be saving – just imagine what else you could do with the money that you can save if you switch to an electric car.

Did I mention that these cars provide greener way to travel?

One of the biggest impacts that electric cars have on our future is their beneficial role on our environment. Unlike the common gasoline-powered vehicles that almost 90% of people use today, electric cars run on electricity, and therefore they produce zero tailpipe emissions. This reduces air pollution considerably. Electric cars conserve our environment by not producing any greenhouse gas, unlike gasoline powered cars. In simpler terms, electric cars give us clean streets making our towns and cities a better place to be for pedestrians, cyclists, and others. In over a year, just one electric car on the roads can save an average 1.5 million grams of CO_2. That's equivalent to four return flights from London to Barcelona (in terms of benefits of electric cars on the environment). With an electric car we are ensuring a cleaner environment for future generations.

Don't feel bad if you cannot afford one though. There are still many ways you can reduce greenhouse gas emissions. For example, you can buy a gasoline-powered car that has longer mileage, so that with every gallon of gasoline that's being burned you are traveling further. You could also find someone to carpool with. Carpooling is an arrangement where you and some others are using the same vehicle to get to a location. By carpooling, the amount of gasoline being used is cut in half or more. If you can afford an electric car, then I would recommend using solar power, or a renewable power source for charging your vehicle. So, there are so many ways you can help the environment!

Finally, the last reason that you should get an electric car is because they have a significantly lower maintenance cost than the regular gasoline powered car, because they run on battery. Electric cars

have fewer moving parts and fluids that need to be checked from time to time. According to a report, electric cars cost about $900 per year to maintain, while gas cars cost about $1,200 per year. So, you are saving $300 per year that you use your electric car. A Consumer Reports' study also noted an average savings of $4,600 on maintenance for an electric car owner over the lifetime of the vehicle.

In conclusion, though there has been much debate on this topic, it is clear that electric cars are better than gasoline powered cars in many ways.

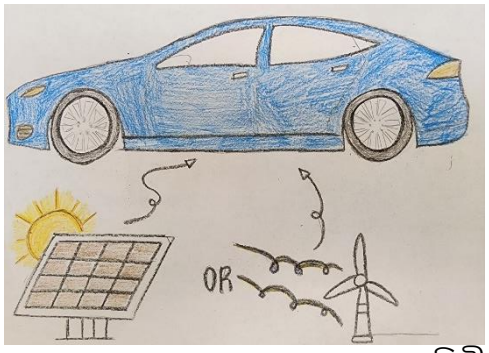

খুদে শিল্পী

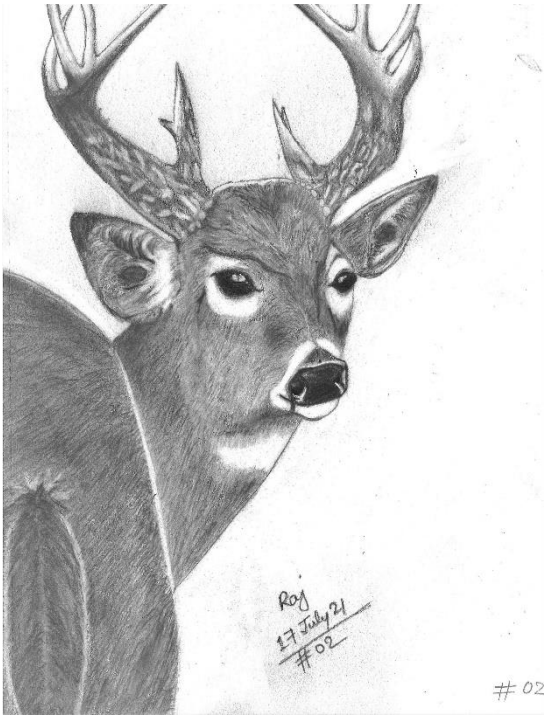

Rajendra Mitra

আমার পুজো
স্বরূপ ভুঁইয়া

পুজো মানেই পালিয়ে যাওয়া
নিজের থেকে অনেক দূরে
সেই যেখানে কেউ যায় না
মন কেমনের অচিনপুরে।

ছুট ছুট ছুট সব ছাড়িয়ে
ছুট দেই সেই তেপান্তরে
ঘর ছাড়িয়ে কাজ ছাড়িয়ে
যাই হারিয়ে ইচ্ছে করে।

সেই যেখানে শিশির ভেজা
সকাল বেলা ধানের ক্ষেতে
ঘুরে বেড়ায় দামাল ছেলে
হিমেল হওয়ার ছন্দে মেতে।

সেই যেখানে সারা দুপুর
শালুক ফোটা দীঘির জলে
পেঁজা মেঘের ছায়া ভাসে
টুপ্ করে ডুব দুগ্গা বলে।

সেই যেখানে শেষ বিকেলে
কাশের বন আর বটের ঝুরি
নদীর পারে বালুর চরে
ডাঙ্গুলি আর লুকোচুরি।

দিনের শেষে সন্ধে এলে
ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বলে
মায়ের হাতে পিঠে খেয়ে
তার কোলেতেই পড়ি ঢলে।

সেই বিজনে পালিয়ে যাওয়া
সাজানো এই বাগান থেকে
সব আয়োজন সব কলরব
সব পিছুটান পেছন রেখে।

ছোটার থেকে ছুটি নিয়ে
হারিয়ে যাওয়া সেই অতীতে
ইচ্ছামতি নদীর ধারায়
মেদুর স্মৃতির আব্ছায়াতে ॥

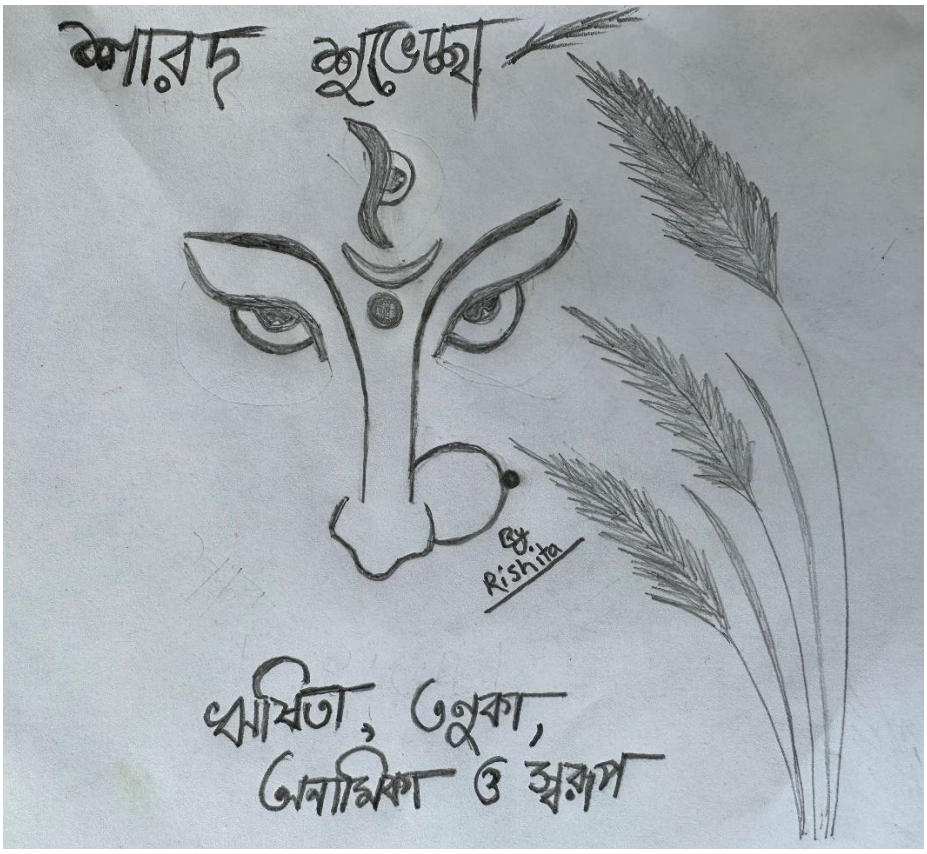

Echoes of Mallabhoom: Unveiling the Timeless Heritage of Bishnupur

Rajendra Narayan Mitra

Nestled in the heart of India, where time stands still and history whispers through every cobblestone, lies my beloved town– Bishnupur, often fondly referred to as ‘Mallabhoom’. The vibrant town I call home is one steeped in history, art, and culture, and I am thrilled to share its enchanting tale with you! Bishnupur is a town in Bankura district, West Bengal, India. Numerous iconic landmarks are in this area, which has a great deal of historical significance. My words and actions are intended to honor our heritage. It is with great pride that I share the story of my hometown, Bishnupur, with you as this glorious town is a place closer to my heart.

Terracotta of Madanmohan and Jorbangla temples.

The history of Bishnupur is fascinating. You'll find magnificent terracotta temples and traditional art forms in this town. 'Terracotta' comes from 'terra' (earth/soil) and 'cotta' (cooked/baked). The term terracotta temple refers to a temple made of local red soil or laterite soil. This beautiful small town is a treasure trove of centuries-old cultural heritage. Mallabhoom was an ancient kingdom in West Bengal known as the Land of the Mallas. Historically, Bishnupur was the capital of the Malla kingdom, witness to its significance and rich historical legacy. These rulers of Bishnupur between the 7th and 19th centuries greatly influenced the region's development. As Malla kings worshipped Lord "Vishnu", the town "Vishnupur" or "Bishnupur" came to be known as the city of Lord Vishnu. As a result of the Mallabhoom kings' patronage of art, architecture, and music, the region flourished culturally, which is evident in the stunning temples that adorn the town today. It was under the rule of King Bir Hambir and King Raghunath Singha that the kingdom reached its peak of glory in the 17th and 18th centuries. Art and architecture were greatly patronized by the Malla rulers.

Terracotta temples are one of the most notable features of the history of Bishnupur. It is a testament to the craftsmanship of the artisans of that time that these temples are made from intricately carved terracotta. The

Ras Mancha temple

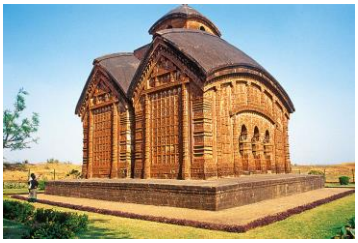

Jorbangla temple

other terracotta temples

temples portray scenes from the Hindu epics and demonstrate the skill of their craftsmen. Various animals, birds, and everyday life motifs are depicted in the intricate carvings of the temples. The terracotta temples, which display intricate terracotta panels depicting mythological stories in terracotta, are an example of the architectural brilliance of the Malla dynasty. It is home to many temples that have endured over the years, including the Jorbangla temple (1655 CE), the Ras Mancha temple (1600 CE), the Madan Mohan temple

(1694 CE), the Shyamrai temple (1643 CE), and many more. One of the most famous temples in Mallabhoom is the Ras Mancha, which was built at the end of the 16th century by Malla King Bir Hambir. 'Ras Mancha' implies a ‘stage for dance’. This temple is famous for its pyramidal structure, large laterite base, and terracotta ornamentation. During the Ras festival, which is celebrated with great fervor in Bishnupur during the month of ‘Kartik’ (in the Bengali calendar, Kartik is the seventh month and it typically corresponds to the months of October and November) the Ras Mancha is used as a venue for grand festivities.

Bishnupur’s annual cultural festival.

Along with temples, Bishnupur is known for its traditional Hindustani music style, Bishnupur Gharana (alternatively spelled Vishnupur Gharana). The word "Gharana" is very significant in Indian classical music. Traditionally, the word "Gharana" in Hindi refers to the teacher's house (alternatively, the school of thought). Bishnupur Gharana, the only Gharana of Bengal and one of Eastern India's most important cultural centers in former times inherited these traditions from the court of the Malla kings. The Bishnupur Gharana was established in 1370 under the direction of musician Ustad (meaning teacher in an Islamic context) Bahadur Khan (who left Aurangzeb’s court) of the Malla dynasty. Ustad Bahadur Khan was appointed by Malla Maharaja Raghunath Singh Deo II, who was one of the greatest patrons of the arts in the Malla dynasty. Bahadur Khan, who is a descendant of Mian (an honorific, meaning learned man) Tansen and was an important Dhrupad singer, became popular around this time at Bishnupur. During King Raghunath Singh Deo II's reign, he concentrated on promoting Ustad Bahadur Khan. The Maharaja announced that anyone who had a sweet voice and an interest in music could learn music from Ustad Bahadur Khan for free. The late Maharshi Debendranath Tagore, the father of Gurudev Rabindranath Tagore, appointed Acharya Radhika Prosad Goswami (1852-1925) as the household teacher. In the Bishnupur Gharana, acharya Radhika Prasad Goswamy, also known as Sangeet Nayak, was a prominent Indian vocalist. Acharya Radhika Prasad composed many of Rabindranath's lyrics under the patronage of Gurudev Rabindranath, the legendary writer, artist, poet, and Nobel laureate, under the Dhrupad style. Many of Tagore's songs were influenced by the Dhrupad style. To this day, Bishnupur Gharana remains a major part of the town's cultural heritage with its haunting melodies and intricate rhythms. A distinctive style of Dhrupad and Khayal singing evolved under royal patronage in the Bishnupur Gharana. Bishnupur's music continues to influence West Bengal's cultural landscape and is celebrated worldwide. Ramsharan College of Music, located in Bishnupur, holds the esteemed distinction of being one of the oldest music colleges in the region. Established in the year 1885 by the renowned sangeet guru Ramsharan Mukhopadhyay, this institution has played a pivotal role in shaping the musical landscape of the area. There are several exponents of this gharana, including Ustad Bahadur Khan, Pandit Gadadhar Chakrabarti, Pandit Ramshankar Bhattacharya, and Pandit Jadu Bhatta (1840-83 CE). Rabindranath Tagore was taught music by Pandit Jadu Bhatta when he was a young boy. Jadu Bhatta was also a teacher of Sahitya Samrat (emperor of literature) Bankim Chandra Chattopadhyay (1838-94).

Terracotta is made from burnt clay.

Apart from being famous for its architectural and musical heritage, Bishnupur is also renowned for its intricate terracotta pottery. Using traditional techniques passed down from generation to generation, local artisans create beautiful clay pots, figurines, and jewelry. The process begins with the collection of clay from nearby rivers or ponds. To obtain the desired consistency, clay is purified, mixed with water, then shaped (custom-made), dried, and then fired in a kiln at high temperatures to harden and become durable. Every weekend, the beautiful sculptures, crafts, and artifacts of the "Poramatir Haat (Terracotta expo)" are displayed in front of the Jorbangla temple: a major attraction for tourists. It has gained international and national recognition for the terracotta art that it has created over the years.

Baluchuri sarees

The story would not be complete without discussing the 'Baluchuri' sarees. Historically and culturally, the Baluchuri saree is a very important garment in Bishnupur. The Baluchuri saree weaving has been passed down through generations. Silk threads are used in this intricate weaving technique to create detailed motifs and patterns. In addition to portraying ancient epics such as the Ramayana and Mahabharata, these patterns also incorporate nature, folklore, and daily life. Bishnupur Malla kings patronized the Baluchuri sarees in the 18th century. Each saree is meticulously crafted by "Tantubais (Tati or weaver)" using traditional weaving techniques. Intricate designs are woven with precision on the loom, producing stunning sarees. Rich textures, vibrant colors, and intricate detailing distinguish the Baluchuri sarees. The Baluchuri sarees are not only beautiful but also culturally and socially significant. Festivals, religious ceremonies, and weddings are among the occasions when they are worn. Bishnupur's craftsmanship and artistry are showcased in the Baluchuri sarees. As a reflection of Bishnupur's legacy and craftsmanship, the Baluchuri sarees are loved by all.

Dashabatar Taas

Visitors are also captivated by Bishnupur's natural beauty beyond its cultural heritage. Green jungles surround the town, as well as five serene lakes named after Krishna, offering a tranquil escape from the chaos of the city. Nature lovers and those seeking solace in nature will find Bishnupur an ideal destination due to its peaceful atmosphere and scenic landscapes. An architectural wonder and a hidden gem, the city earns recognition for its rich history and vibrant handicrafts. In the 16th century, Malla King, Bir Hambir, invented the 'Dashabatar Taas (cards)' game which has historical and cultural significance. Dashabatar refers to the ten avatars or incarnations of Lord Vishnu in Hindu mythology. Each of these avatars represents a different aspect of Lord Vishnu's divine nature and purpose. The ten avatars are: (1) Matsya (the Fish), (2) Kurma (the Tortoise), (3) Varaha (the Boar), (4) Narasimha (the Man-Lion), (5) Buddha (as Jagannath in this context), (6) Vamana (the Dwarf), (7) Rama (the Prince of Ayodhya), (8) Balarama (the Brother of Krishna), (9) Parashurama (the Warrior with an Axe), (10) Kalki (the Future Warrior). The cultural legacy and historical legacy of the Malla kings are reflected in the cards originating from Bishnupur and the surrounding region. These traditions and crafts have survived the passage of time and continue to be practiced by a handful of families who learned from their ancestors and have passed them down to the next generation of artisans.

Bishnupur's 'Sankhari Para' is a place that is known for its skilled artisans who have mastered the art of carving intricate stories on conch shells. It is believed that humans have had a liking for conch since the Vedic era when the human mind was able to comprehend an absolute energy for mental elevation. The conch shell, known as "shankha" in Sanskrit, is believed to possess divine qualities and is often associated with Lord Vishnu, one of the principal gods in Hinduism. The conch shell appears in eight auspicious images in Buddhism's Ashtamangala. A conch shell represents the holy 'OM' sound. These artisans possess a unique talent for transforming ordinary shells into beautiful and meaningful works of art. The art form is closely connected to Hindu mythology and religious practices, as well as traditional storytelling. The art of carving stories on shells is a tradition that continues to thrive and captivate art lovers around the world.

Shankha

The cultural heritage of Bishnupur is a source of pride for its residents and a delight for visitors. For a complete understanding of Bishnupur's rich history, one must also visit the Bishnupur Museum. Artifacts from the town's cultural heritage are displayed in the Acharya Jogesh Chandra Purakriti Bhaban (museum inaugurated in 1951), including terracotta panels, sculptures, and musical instruments.

Acharya Jogesh Chandra Purakriti Bhaban

Historiographers and art lovers alike are drawn to Bishnupur because of its rich heritage and cultural ties. In this town, you can see temples, music, and terracotta art that remind you of a golden era. Visiting Bishnupur is like taking a step back in time when one can immerse oneself in the splendor of the Malla dynasty and appreciate the craftsmen's artistic brilliance who left an indelible mark on the town's history with their extraordinary creative skills.

Shortly put, Bishnupur showcases the cultural and architectural brilliance of the Malla dynasty. Tourism and art enthusiasts alike visit the region's terracotta temples and historical sites. With open hearts and genuine warmth, the residents of this enchanting town extend their arms to people from all walks of life, celebrating the beauty of cultural diversity. Over the ages, our cultural heritage has consistently been proclaimed as a core part of our identities, and its preservation and appreciation have been regarded as essential necessities.

Rishita's Riddles

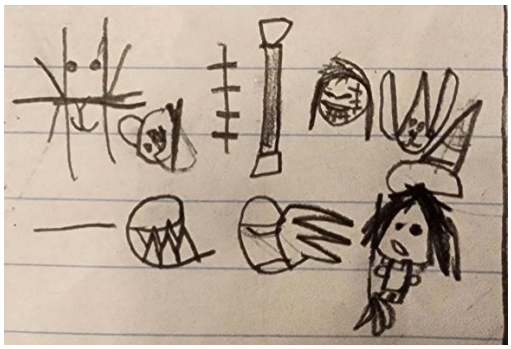

1. Why did the cow say meow?

2. I'm a cookie and I can see your future. Who am I?

3. The more you chew me, the more sweetness I give you, until I give no more. What am I?

4. I control you at night, but when you wake up, I cannot. What am I?

5. Sometimes I'm hard, sometimes easy. When I'm done, I'm black on white. What am I?

6. When it rains, I don't run – but dance on two legs. Who am I?

Answer Keys:

(1) Because she ran out of “moos”

(2) Fortune Cookie

(3) Bubble Gum

(4) Dream

(5) Test paper

(6) Peacock

Rishita Bhunia, Age: 7+

Rudrabha Mitra

FIDUS

MEDICAL BILLING SERVICES

Provider's Trusted Partner

As our name already suggests, our RCM solutions will minimize your workload & improve cash flow. Fidus offers a platter of services that will help your practice focus on your core area, which is taking care of patients.

Our Services

- Multi-Specialty Medical Coding, Billing & Revenue Cycle Management (RCM)
- EHR/EMR Solutions
- Attestation & Credentialing

Feel free to give us a call for a no cost, no obligation assessment of your current billing process and needs.

866-352-0677
352-275-2276
866-352-0677
info@fidusmd.com
www.fidusmd.com

" FIDUS – We deliver promises "

নিজেকে রাঙাব বলে
কিরণময় পাত্র

মনে মনে ভাবলাম রং করব
বসন্তের মতো, হলুদ-লাগা কনের মতো, ঘষেমেজে নিজেকে রাঙিয়ে
ঝকঝকে-চকচকে করে তুলব।
তাই করলাম,নিজেকে বিবস্ত্র করে নিপুণভাবে রং লেপলাম,
এক এক করে সব অঙ্গে-নখে-উরুতে, সারা বাড়িময়-
একটু আধটু ছিটেফোঁটা ফ্যানের ব্লেড, জানলার গ্রিলেও রাঙালো।
রাঙাতে রাঙাতে অবসাদ নেমে এল শরীর জুড়ে।
না জানি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেম,
ছাতারের ডাকে, ঘুলঘুলির ফাঁকফোকর দিয়ে গলে আসা আলোয় চোখ দলতে দলতে মনে এল-
এই যা! অন্দরমহলটাই তো বাদ পড়ল!

শেষ রাতে প্রেম এসেছিল
কিরণময় পাত্র

১
হাজারো প্রেম হয়, কিছু প্রেম-

ঝিয়েদের নামি শপিং-মল যাওয়ার মত;

"এক্সকিউজ মি ম্যাম, নো আইটেম?"

শুধুই বালিশ ভেজা রাত, শিরশিরে ক্ষত!

২
পেরি কবিতা ভাবায়, এই যেমন-

সকাল গড়িয়ে বরাদ্দ বিকেল নামায়;

বিগত রাতের যত না-মেলা সমীকরণ

এক পলক, কেমিক্যাল ল্যাবে থিতেয়ে যায়!

৩
সরষের ক্ষেত, গোলাপি ঠোঁট, দক্ষিনে হাওয়া

প্রসব করে হাজারো কবিতা আনকোরা;

ধ্যাত, ইরাদা তো সেই ইনস্টলমেন্টে চুমু খাওয়া

এসব মিছে ছন্দ, রাতজেগে কবি সাজার ভানকরা!

Amrita Maitra

Recipes for Survival
Anomitra Paul

Moving to a different country at the age of 25 is more difficult than you'd think - especially when you're the only child in a Bengali family. When you take the *"Baba'r adorer meye"* lifestyle too seriously, you somehow reach a stage in life when you realize you've kept yourself alive for a quarter of a century without knowing how to peel a potato. And I was one of those people, exactly two months ago, when I arrived in Gainesville in the afternoon of August 8, 2023.

I had two suitcases full of superficial, material, but very necessary things to build a new life ahead of me. I was also carry a much heavier baggage than that - the knowledge of an absence, the knowledge of a body crumbling under the awareness that a life full of affection, three cups of hot tea in the morning, *payesh* on birthdays (at any cost, like a matter of life and death), *alu-bhaat-ey bhaat* with *shorsher tel*, *mishti* from the sweet shop across the street, and the occassional *phuchka* outside the Jadavpur University gate, were disintegrating into fragmented memories.

Food is a significant part of any individual or community's cultural existence, especially when you hail from a city like Kolkata, where the ritualistic cooking, serving, and fretting over food constitutes the images, smells, and aftertastes of everyday life, as well as festivities. Every *puja* and every cultural gathering is marked my its very specific tastes, the meticulous crafting of its menu, the exercise of evoking in its guests a certain nostalgia that is carried through the generations. In this cultural magazine that seeks to celebrate what it means to be Bengali, but renewed, adaptive, and flourishing, it is imperative that I write about the food that I crave in the process of letting go and building anew, and also mention a few recipes that have helped me survive in a land so detached from curries and masala and food that tastes like something (seasoning, anyone?) - anything at all.

Food that lingers like home in my palate

Posto (translation: poppy)
A cult favorite, no less. All you need to make posto is to grind the poppy seeds, season it with mustard oil and green chillies. Have it with a side of steamed rice. Take in the beautiful, spicy smell.

Aloo bhaat-e (translation: mashed potato but steamed with rice)

It's not exactly mashed potatoes from the Westerner's point of view. You put potatoes in a pot of rice that you're steaming. Then, you put butter or mustard oil and knead the potatoes with your fingers until they're mashed. Season with salt and green chillies.

Maach bhaja (translation: fried fish)

It isn't easy to describe the various ways in which Bengalis can deconstruct and reconstruct fish. Fish fry, whether fried at home with turmeric until the skin crisps up and and is coated in brown, or made with batter in a cauldron of oil for guests who are celebrating whatever, is a beautiful and unique part of my memories from home.

Mishti (a magnificent spectrum of milk sweets)
The Bengali *mishti*, we can all agree, is irreplaceable. Made with soured, condensed milk and loads of sugar and its substitutes, I really miss my *kalakand, Shor bhaja, pantua, chom chom*, and the likes. It is difficult to negotiate this separation with a dessert that branches out into so many different kinds of specializations. It's a wonder how I haven't found any research papers on the genealogy of ***mishti***.

Recipes for survival

And now, I'll talk about the new, the adaptive, the flourishing. Your tastebuds do hold memories, like every other part of your body. Sometimes we take the old as a cue to form new appetites. And I did that. Here are a few things a Bengali can cook to stay sane.

Pulao
Recommended for grad students. Steam some rice and put everything in it - salt, sugar, cashews, broccoli, mushrooms, maybe even meat, if you have a cool, dry storage place at your disposal.

Curries and gravies
Mushrooms are great for cooking a gravy or a curry. Prepare your ginger and garlic paste, throw in some veggies (cilantro, diced onions and tomatoes), potatoes, and a sauce to your liking. Slow cook for about 40 minutes. Squeeze a lemon, add some butter.

Proteins in plain yogurt/dahi gravy
Marinate your fish, meat, and even your tofu and cottage cheese in some good old yogurt. Refrigerate for about a half hour. Use a pan and sautee your vegetables in some olive oil. It's always a good idea to introduce a paste/puree of tomatoes, onions, clove, ginder, garlic and spices before you cook anything else. Fry the paste in oil for about three minutes. Once you've made the base, put your marinated protein in a pan and empty the contents of your gravy in the mix. Slow cook until it smells good. Eat with a side of *roti* or *naan*.

Gainesville-এর কচিকাঁচাদের সাথে

রিমঝিম ব্যানার্জি-বাতিস্ত

"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে ছুটি "

গানটা শুনলেই কচিকাঁচাদের নাচের ছন্দ মাথার মধ্যে ঘোরে।ছোটবেলার সেই রিহের্সালের হৈচৈ , খেলা, খাওয়াদাওয়া ....সেইসব স্মৃতি ধরে রাখতেই আমাদের ছোট্ট শহরের বাচ্চাদের নিয়ে দুর্গাপুজোতে কিছু করার চেষ্টা করছি।এখানে এসেছি প্রায় ১৬ বছর আগে।মেয়ে রানী তখন ৩ বছরের । প্রথম বন্ধুত্ব হয় রাখী রায় এর সাথে , যার মেয়ে অনিকাও রানীর বয়সী। প্রথম প্রচেষ্টা ছিল,সেই "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে" দুই কন্যাকে নিয়ে । তারপর করেছিলাম "কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা " Lions club এর দুর্গাপুজোতে, সঙ্গী ছিল, ইন্দ্রনীলের ছেলেমেয়েরা রুদ্র, বিষ্ণু, তারা আর আমার রানী। তাই দেখে,কোয়েলী বললো "আমার মেয়ে মোহর কে তোমার কাছে দিলাম।" সরস্বতী পুজোর অনুষ্ঠানে , "আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি" -তে ছিল রানী(পথিক), মোহর(আমের মঞ্জরী), তারা আর আমার Konkanese বন্ধু Susanএর মেয়ে Alyssa, Keira চামেলী,মল্লিকা, মাধবী আর করবীর ভূমিকায়।

এবার মনে হলো, একটা নৃত্যনাট্য করলে কেমন হয়? ঠিক হলো ২০১৩ এর দুর্গাপুজোয় হবে রবীন্দ্রনাথের "কালমৃগয়া"। সেবার প্রথম আমার বাংলাদেশের বন্ধু, আসমার ছেলে রফি আমাদের সাথে যোগ দিলো, সাথে অরুণাভ-জ্যোতির ছেলে আগ্নেয় ; হলো তারা শিকারি। কোয়েলীর ছেলে মিমো তখন High School এ, সে করলো অন্ধমুনির চরিত্রে । সেই প্রথম Backdrop তৈরি করল আমাদের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া, পরে কোয়েলী ,কস্তুরী তৈরি করেছে , কার্লোস করেছে সাহায্য। Days Inn এ তখন পুজো হতো। স্টেজ ছাড়াই মঞ্চস্থ হলো "কালমৃগয়া "।পরিবেশনা সুন্দর হয়েছিল আর সেই থেকে গড়ে উঠেছিল অনেক বন্ধুত্ব,আড্ডা, খিলখিল হাসি , দুষ্টুমির জন্য বকুনি ,মুখভার along with lots of cookies, lemonade and pizzas ,তার সাথে মা দের Prop তৈরি করার উৎসাহ। পেরিয়ে এলাম অনেকগুলো বছর,এলো কত নতুন পরিবার এই শহরে।প্রতি বছরই কিছু না কিছু করি আমরা - চণ্ডালিকা, পূজারিণী ,চিত্রাঙ্গদা, তাতা থৈথৈ (Collection of dances from Bengal)। সময়ক্রমে, যোগদান বেড়েছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও বাংলাদেশ থেকে, হৈচৈ বেড়েছে পাল্লা দিয়ে।

আমার মেয়ে ও তার সমসাময়িকরা এখন কলেজে, তাই এসেছে নতুনদের পালা। Pandemic কাটিয়ে, এসে গেছে নতুন অংশগ্রহণকারীদের দল রবীন্দ্রনাথের "বীরপুরুষ" নিয়ে। আমাদের বাচ্চারা বুঝতে শিখেছে এইসব রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের অন্তর্নিহিত অর্থ ও সমকালীন সমাজে প্রাসঙ্গিকতা - যেমন চণ্ডালিকা Racism, পূজারিণী Religious violence, আর চিত্রাঙ্গদার (Quest for gender equality) .... এই আমার প্রাপ্তি ।

বাংলা সংস্কৃতির এইটুকু যে ছোঁয়া দিতে পেরেছি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কে, দুর্গাপূজাকে ঘিরে অনুষ্ঠান করার হৈ হৈ স্বাদ যে তারা পেয়েছে, দেশ থেকে এতদূরে ; এটাই পরম পাওনা ।

সকলকে জানাই শারদীয়া

শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা - মেখলা ও আমিশা

প্রশ্বাস

সুস্মিতা দত্ত

জননী, আহ্বান গেছি ভুলে
প্রশান্তি লুকিয়েছে মুখ
অজ্ঞানতার প্রতিযোগীতায়
হাহাকার করে সুখ
শালীনতার আবরণ গেছে খুলে ।।

কীর্তি অপকীর্তি কোনটা স্থায়ী আজ?
মারের বেণী ছড়ায় শাখা যুদ্ধ বলে সাজ

সর্বনাশের ঘন্টা বাজে -
পাত্রপাত্রী ঘুমায়
কান দেয় কোন কাজে
একটা কথা বলি তোমায়,
আমি কিন্তু স্বপ্ন দেখি
কাজ করিনা যদিও
সুন্দরতম সামনে একি
সুখের বুঝি নদীও –

জননী দাও বলে
কে পারে জাগাতে অন্ধচেতনা
কবির কলম , শিল্পীর তুলি
বা অন্য কোনো ছলে -
বল বল যদি পাই এষণা
সরাবই পণ, মিথ্যের ঝুলি ।।

Kuntala Dey

Non-Residential Bangali

Antara Banerjee

NRB life is tough and hard,

Certain things make us nostalgic,

Like পুজো পার্বণ and নববর্ষ,

Pandal hopping; food stalls on street.

I was trying hard all this time

To keep Pujo-memories out of mind,

But flashbacks kept coming frequently,

Past Pujo days were on rewind.

I was occupied with the thoughts,

Missing home, becoming emotional,

But when the Puja schedule was announced,

Enough to make my mood Jovial.

The vibe and hype it is offering,

Now making my heart fulfilled,

Maybe this is what we call,

'Home away from Home'.

Nine Thousand Miles

Swarnava Roy

Armed with a dream, deep in me sown

Nine thousand miles away from home I had flown;

Met many new people who are now my friends,

Awaiting new adventures at our lives' bends.

Uncertainty lingered, what lay beyond?

Support from each other, our magic wand!

Through trials by fire, tests we would ace;

And miraculously at last, things fell in place!

Together we learned, in harmony we'd strive

In this distant land, where our souls come alive;

A tapestry of cultures, a rainbow of faces

Our differences celebrated in these serene spaces.

Time passes swiftly, yet we remain steadfast

For these moments we share, are treasures unsurpassed;

Upon the new horizons, our dreams interlace.

Writing our stories, in this foreign place.

Birpurush – The Hero

"**Birpurush**" is a Bengali poem written by Rabindranath Tagore. The imaginative world of a small boy is excavated over here.The poem depicts a child fantasizing that he saves his mother from dacoits (gangsters/robbers).

In the evening, when the sun is set, the child and his mother reach a barren place. There is not a single soul there. Even the cattle have returned home. Plodding silence reigns there. The mother is a bit afraid and wonders where they have arrived. The child reassures her and tells her that there is a small river ahead. The mother sees a shimmering light and asks her son about it. Suddenly, they hear the cry "Haa rey, rey rey, rey rey" as a band of dacoits attacks their caravan. The mother shivers inside the palanquin; the palanquin-bearers hide in the bush. The son reassures his mother and confronts the dacoits courageously. A fight follows, in which the son emerges victorious. The son returns to his mother, who kisses his forehead and thanks him.

The imagination now turns from this event as the poet wonders why some exciting thing like this does not actually happen in the ordinary course of everyday life. The poet contemplates that it would be like an adventure story that would fascinate everybody.

Cast

Khoka - Rudrabha (Leo) Mitra

Ma - Anamika Bhunia Roy

Dada (elder brother) - Samvar Jain

Palki bearers - Tanuka Bhunia, Elina Das, Tavya Joshi, Priya Sabat

Dacoits (robbers) - Aikam Sharma (leader), Amogh Kallaru, Kabir Lohiya, Keyan Dey

Friends - Rhea Das, Rishita Bhunia, Avika Gupta, Zoey Kamat, Kyra Sood, Aapti Dutta

Neighbors – Debasis Dutta, Meenakshi Sood, Anu Sharma, Ginny Ahuja, Sukhwinder Bali (Annu)

Choreography: Rimjhim Banerjee-Batist

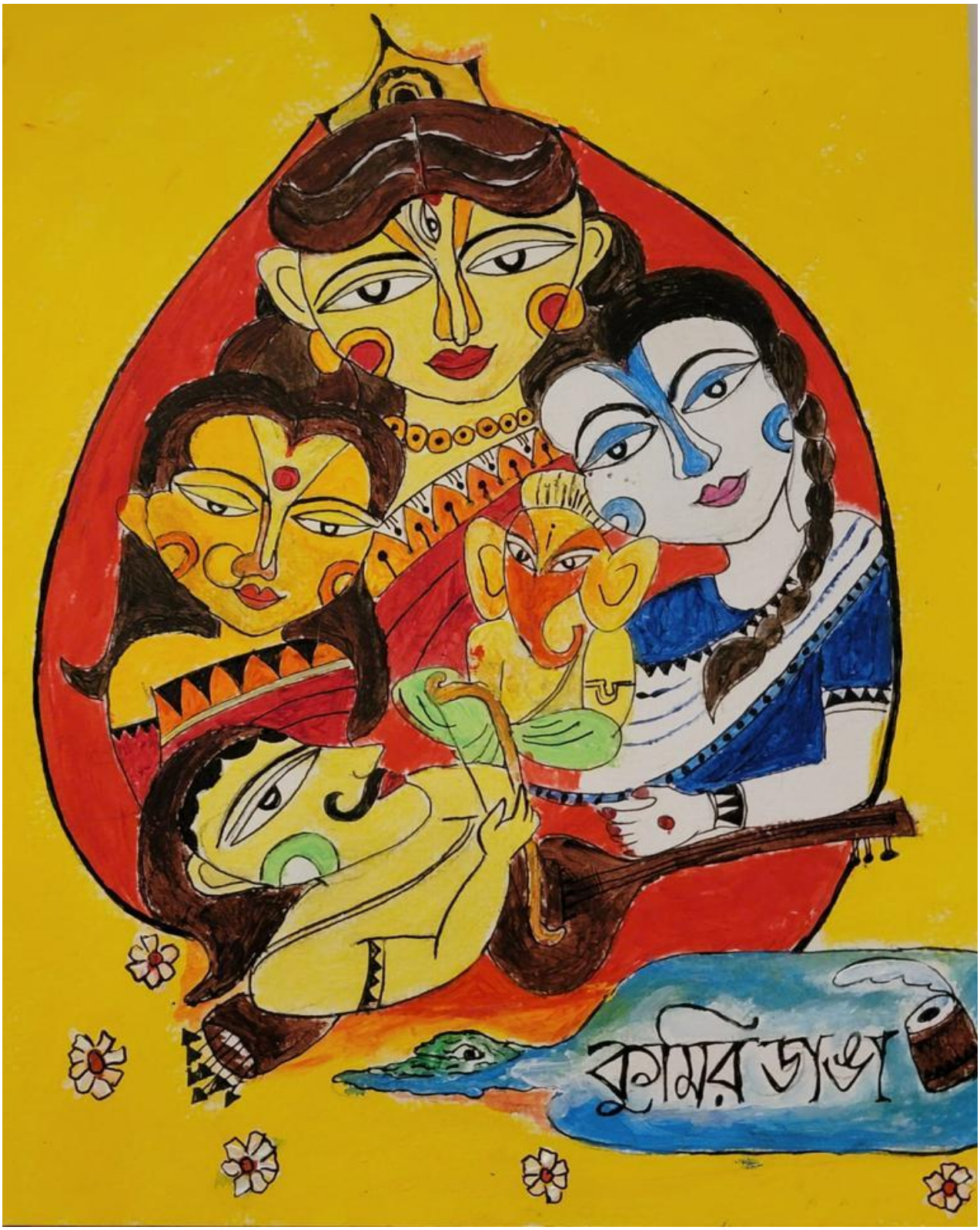
কুমির ডাঙা